...নিক সংবাদ

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৭ ...

বেসরকারি স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : সরকার দেশের সকল বেসরকারি স্কুল ও কলেজের বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে এ মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি পরিপত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। ইতোমধ্যে এ পরিপত্রের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে সূত্র জানায়।

সূত্র জানায়, গত সরকারের আমলে বেসরকারি স্কুল ও কলেজের যে সব পরিচালনা কমিটি গঠিত হয় তা ছিল পূর্ববর্তী সরকারদলীয় স্থানীয় এমপিদের মনোনীত। সে সময় ওই দলের স্থানীয় এমপিরা ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান; কিন্তু বর্তমানে নতুন এমপিরা এসব কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ায় পুরনো সদস্যরা এখন নতুন চেয়ারম্যানের সঙ্গে কাজ করতে পারছেন না। এ কারণে স্কুল ও কলেজের কাজকর্ম স্থবির হয়ে পড়েছে। এ স্থবিরতা কাটানোর উদ্দেশ্যেই মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডগুলোর পরামর্শে বর্তমান কমিটি ভেঙে দিয়ে তার পরিবর্তে 'এডহক' কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এ এডহক কমিটির আহ্বায়ক হবেন স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার। পরে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে।

এ ব্যাপারে আলাপ করা হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক দায়িত্বশীল ব্যক্তি এর সত্যতা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি অনুমোদনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছেন।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুর রশীদ বলেন, এডহক কমিটি গঠনের জন্য একটি সার্কুলার মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা হয়েছে বলে আমি জেনেছি। এ বিষয়ে ভাল বলতে পারবে মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড। তিনিও বর্তমানে স্থবির হওয়া যাওয়া স্কুল ও কলেজ কমিটির কার্যক্রম চাঙ্গা করার উদ্দেশেই এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানান।

তিনি বলেন, বিষয়টি যাতে দলমতের উর্ধ্বে থাকে এ কারণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে এডহক কমিটির আহ্বায়ক করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আলাপ করার জন্য গতকাল দুপুরে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের অফিসে ফোন ম্যানেজিং : পৃঃ ২ কঃ ৩

ম্যানেজিং : কমিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করলে জানানো হয়, তিনি রুমে নেই। সন্ধ্যা ৭টায় বাসায় ফোন করলে বলা হয়, তিনি বাসায় নেই। রাত ৮টা ৫০ মিনিটে তার মোবাইলে ফোন করলে বারবার লাইন কেটে দেয়া হয়।